সংবাদ

তারিখ 5 JUN 2009
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

বেসরকারি স্কুলে প্রধান শিক্ষকসহ দক্ষ শিক্ষক নিয়োগ ত্বরান্বিত করুন

আমাদের এক সহযোগী দৈনিকের খবরে প্রকাশ, দেশের বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ৫ হাজার পদ এখনও শূন্য রয়েছে। দেশে মাধ্যমিক পর্যায়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ২৫ হাজারের বেশি। প্রতিদিন প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদের সংখ্যা বাড়ছে। ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামোতে বেশ কিছু অভিজ্ঞতার শর্ত জুড়ে দেয়ায় প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ করা সম্ভব হয় না। বিষয়টি আমলে নিয়ে সরকার ১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো নীতিমালায় কিছুটা সংশোধন এনে প্রধান শিক্ষক হওয়ার পথ সহজ করেছে। এ ব্যাপারে মঙ্গলবার একটা প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে।

এতদিন নিয়ম ছিল, হেডমাস্টার হতে হলে তিন বছরের সহকারী হেড মাস্টারসহ সহকারী শিক্ষক হিসেবে ১৫ বছরের অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হতো। সংশোধিত নীতিমালা অনুযায়ী এই অভিজ্ঞতা তিন বছর কমিয়ে ১২ বছর করা হলো। ১৯৯৫ সালের অভিজ্ঞতার শর্তের ফলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক দিয়েই স্কুলগুলো চলত। অনেকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসেবেই অবসর নিতেন। সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদের জন্য এখন ১২ বছরের বদলে ১০ বছরের নিরবচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতার প্রয়োজন হবে। শিক্ষকদের মতে, ১৯৯৫ সালে সরকার শিক্ষকদের জন্য নীতিমালা তৈরি করে শিক্ষা সম্প্রসারণের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। এ কারণে ১৪ বছর ধরে দেশের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রধান শিক্ষকের পদশূন্য থাকে। এরপর কতগুলো স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদ পূরণ হবে বলা হয়নি।

১৯৯৫ সালের জনবল কাঠামো অনুযায়ী কোন প্রতিষ্ঠানের এমপিওভুক্ত শিক্ষক অবসর গ্রহণ করলে অথবা মারা গেল ওই পদে নতুন কোন শিক্ষক-কর্মচারী নিয়োগ দেয়া যাচ্ছে না। ফলে দেশে এমপিওভুক্ত শিক্ষক কমে যাচ্ছে। ২০০৬ সালের এক জরিপে দেখানো হয়েছিল, দেশে নীতিমালার বাইরে ৩০ শতাংশ শিক্ষক অতিরিক্ত রয়েছে। অন্যদিকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, দেশে এমন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে কোন শিক্ষার্থী নেই অথচ ২০-৩০ এমপিওভুক্ত শিক্ষক রয়েছেন। এসব স্কুল রাজনৈতিক বিবেচনায় প্রতিষ্ঠা ও টিকিয়ে রাখা হয়েছে। শিক্ষকদের বেতনে প্রভাবশালী ব্যক্তি ও শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তারা ভাগ বসান। এছাড়া অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যেখানে ছাত্রের চেয়ে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি। এসবের মধ্যে মাদ্রাসার সংখ্যাও কম নয়। এসব যে প্রথমবারের মতো বলা হচ্ছে তা নয়, জোট সরকারের আমলে এসব নিয়ে হৈচৈও কম হয়নি। কিন্তু প্রভাবশালীদের দাপটে কিছু করা যায়নি।

বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়, তার মধ্যে মাদ্রাসাগুলোও পড়ে, শিক্ষা বিভাগের পরিদর্শনের বাইরেই থাকে। আর কদাচিৎ যারা পরিদর্শন করেন তাদের দক্ষতা ও সততা নিয়েও প্রশ্ন আছে। তবে মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলোর প্রধান সমস্যা দক্ষ শিক্ষকের অভাব। এদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাটাও অপ্রতুল। শিক্ষা কর্তৃপক্ষ শিক্ষকদের দক্ষতার কোন মাপকাঠি ব্যবহারে ব্যর্থতার পরিচয় দেয়ার ফলে কয়েক বছরের অভিজ্ঞতাকেই মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করছেন। অন্যদিকে মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষকদের বেতন-ভাতা কম হওয়ার ফলে মেধাবীদের শিক্ষা পেশায় আকর্ষণ করা যাচ্ছে না। বর্তমানে শিক্ষানীতি ও শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার নিয়ে কথা হচ্ছে। মাধ্যমিক শিক্ষার মানের ওপর নির্ভর করবে দক্ষ জনশক্তি গড়ার সক্ষমতা। সরকার মাধ্যমিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণের ওপর জোর না দিলে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা সম্ভব হবে না। প্রশ্নটা বাজেটে আরও অর্থ বরাদ্দ নয়। প্রশ্নটা হলো, সরকার কি পারবে শিক্ষাব্যবস্থা সার্বিকভাব দুর্নীতিমুক্ত করতে।